প্রথম অধ্যায়

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা

প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশে প্রতিনিয়তঃ বিপুলসংখ্যক লোক প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করছে। প্রতিবন্ধীত্বের জন্য জন্মগত কারণ ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট কারণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণতঃ দুর্ঘটনা, ভুল চিকিৎসা, অপুষ্টি, গর্ভবতী মায়েদের অযত্ন, প্রসবকালীন সময়ে দক্ষ নার্স বা ধাত্রীর অভাব, পোলিও, টাইফয়েড, প্যারালাইসিস, সন্ত্রাস, এসিড বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ দ্বারা দগ্ধতা, বাল্য বিবাহ, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ, প্রতিষেধক টিকা গ্রহণে অনিহা বা অজ্ঞতা জনসচেতনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে মানুষ প্রতিবন্ধীত্বের শিকার হয়। এ সকল ব্যক্তি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে না পারায় আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ও অনগ্রসর হয়ে থাকে।

০২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিসংখ্যানঃ

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যান বিদ্যমান। সরকারী পরিসংখ্যান ও বেসরকারী পর্যায়ে সরবরাহকৃত পরিসংখ্যানের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। জাতীয় প্রতিবন্ধী বিষয়ক নীতিমালা অনুযায়ী প্রায় ২৫% লোক প্রতিবন্ধীত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবকে আমলে এনে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মসূচী এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

০৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণে আইনগত সমর্থনঃ

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আর্ন্তজাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করছে। তথাপি পৃথিবীর প্রায় দেশেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ সমাজের দরিদ্রতম এবং পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অসহায় এবং দুর্দশাগ্রস্ত অংশ হিসেবে তাদের দাবী-দাওয়া, সুখ-দুঃখ অতি বিনয় ও ক্ষীণ কন্ঠে উচ্চারণ করে থাকে। অনগ্রসর অংশ হিসাবে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। বাংলাদেশও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের তফসিলে 'ঝ' অংশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

০৪. প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব এবং বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০০৫-০৮ মেয়াদে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০৫. প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা ঃ

প্রতিবন্ধী সমস্যা সকলের নিকট অতি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের মত পোষণ করেন। প্রতিবন্ধীত্ব একটি আপেক্ষিক শব্দ। ইংরেজীতে দুর্বলতা (impairment), অক্ষমতা (handicap) এবং প্রতিবন্ধীত্ব (disability) প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে নামেই প্রতিবন্ধীত্বকে অভিহিত করা হোক না কেন প্রতিবন্ধীত্ব বলতে স্বাভাবিক সক্ষমতার অভাবকে বুঝায়। সাধারণতঃ প্রতিবন্ধী বলতে স্বাভাবিক কর্ম অক্ষম ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তা হলে সেই ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রতিবন্ধীত্ব মূলতঃ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধীতাকে মাত্রানুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন- মৃদু, মাঝারী এবং চরম। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১-এর ৩ ধারায় প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের জন্য নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

০৫.১. “প্রতিবন্ধী” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হইয়া বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

০৬. প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫ ভাগে ভাগ করা হয়; যথাঃ

১. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
৩. বাক প্রতিবন্ধী
৪. মানসিক প্রতিবন্ধী
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী।

০৭. কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করে।

১. অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
২. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন;
৩. সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান ;
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্র"তিপূরণ ;
৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

০৮. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্বায়নের কর্মকৌশলঃ

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সংখ্যা ও প্রতিবন্ধীদের ধরণ নিরূপণ;
২. প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অসচ্ছল,অসহায় এবং দুর্বল অংশের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

০৯. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। সারাদেশে সকল উপজেলা এবং শহর এলাকার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী অচল, অক্ষম ও দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবেন।

১০. ভাতা প্রাপকদের যোগ্যতা ও শর্তাবলী ঃ

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২. মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ;
৩. ভাতা প্রাপককে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে;
৪. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
৫. ৩০ বা তদুর্ধ বয়সী হতে হবে;
৬. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

১১. বিশেষ ক্ষেত্রে ভাতা প্রাপকদের জন্য শিথিলযোগ্য শর্ত

১. প্রতিবন্ধী গরীব ছাত্রদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য (৬ বছর এবং তদূর্ধ বয়স);
২. গরীব মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার লক্ষ্যে শিথিলযোগ্য(অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী বিবেচ্য হবে।।

১২. বাছাইয়ের মানদন্ডঃ

১. ভাতা প্রাপককে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;
২. ভাতা প্রাপকের আর্থ সামাজিক অবস্থা বাছাইকালে বিবেচনায় আনতে হবে;
৩. ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
৪. ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে।

১৩. ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতাঃ

১. যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বয়স্কভাতা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ভাতা পেয়ে থাকেন;
২. অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি পেনশন পান।

১৪. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটিসমূহ ঃ

প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকার জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।

১৪.১. জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৩.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়)	সদস্য
৫.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহা-পরিচালকের নিচে নয়)	সদস্য
৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭.	অনুমোদিত প্রতিবন্ধী সংস্থাসমূহ থেকে দু'জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ১জন মহিলা সদস্য	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিফতর	সদস্য-সচিব

১৪.১.১. জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১. ভাতা প্রদান কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণ;

২. উ"চ পর্যায়ের সমন্বয়, পরামর্শ ও নির্দেশনা;

৩. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা দূরীকরণে পরামর্শ ও নির্দেশনা ।

জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি বছরে কমপক্ষে দু'টি সভায় মিলিত হবে।

১৪.২. জেলা ষ্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪.	জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	জেলা তথ্য অফিসার	সদস্য
৭.	জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	সমাজকর্মী - (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১জন মহিলা ও ১জন পুরুষ)	সদস্য
৯.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য-সচিব

১৪.২.১. জেলা ষ্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১. জেলার আওতাধীন উপজেলা ও শহরাঞ্চলের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান;

২. ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধান;

৩. জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

৪. উপজেলা ও শহরাঞ্চলে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি মীমাংসার জন্য অ্যাপিলেট বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন।

জেলা ষ্টিয়ারিং কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হবে।

১৪.৩. উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য
৩.	ব্যাংক ম্যানেজার (যে ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হবে)	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশ স্টেশন	সদস্য
৫.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌরসভা কমিশনার	সদস্য
৭.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	স্থানীয় সমাজকর্মী- ১জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯.	মহিলা সমাজকর্মী- ১জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১০.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১৪.৩.১. উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১. প্রার্থী নির্বাচন;

২. প্রার্থীদের ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৩. কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন;

৫. কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি, পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৬. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং উচ্চতর কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ।

উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

১৪.৪. শহর এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

১.	পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কর্মকর্তা	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের সভাপতি	সদস্য
৩.	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	সমাজকর্মী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট এলাকার শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য - সচিব

১৪.৪.১. শহর এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১. প্রার্থী নির্বাচন;

২. প্রার্থীদের ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৩. কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন;

৫. কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি, পরিদর্শন , মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৬. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং সুপারিশ প্রেরণ।

শহর এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

১৫. কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

১৫.১. প্রচার ঃ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রেডিও, টেলিভিশন, গণমাধ্যম, অফিসিয়াল সার্কুলার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কার্যক্রম সম্বন্ধে ধারণা ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ পেতে পারেন।

১৫.২. তথ্য সংরক্ষণ ঃ এ কার্যক্রম বাস্তবাযনের জন্য উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এজন্য জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহপূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তার অনুলিপি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

১৬. ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

১৬.১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে অবমুক্ত করে সোনালী ব্যাংকে ন্যস্ত করা হবে।

১৬.২. উপজেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা পরিশোধ করা হবে। উপজেলা সদরে সোনালী ব্যাংকের কোন শাখা না থাকলে অন্য কোন তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করা হবে।

১৬.৩. পেনশনারদের পিপিও এর ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা পরিশোধের বই (পাশ বই) থাকবে। এ বইয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য/কমিশনার/প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কর্মকর্তা কর্তৃক ভাতা প্রাপকের সত্যায়িত ছবি থাকবে। প্রতিটি বইয়ে পৃথক নম্বর সন্নিবেশিত থাকবে। প্রার্থী তালিকা অনুমোদিত হওয়ার পর উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ভাতা প্রাপকের নামে এ বই ইস্যু করবেন। এ বই ইস্যুর পর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাসিক ভাতা পরিশোধের জন্য স্থানীয় সোনালী ব্যাংক/অন্যান্য ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছবিসহ ডি-হাফ প্রেরণ করবেন। ভাতা প্রাপকগণ কোন কারণে পাশ বই হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেললে স্থানীয় বাস্বায়ন কমিটি বিষয়টি যাচাই বাছাইপূর্বক ডুপ্লিকেট পাশবই ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করবে।

১৬.৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সমাজসেবা কর্মকর্তার অফিসে ভাতা প্রাপকের নাম, ঠিকানা,ছবি ও নমুনা স্বাক্ষরসম্বলিত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬.৫. অক্ষমতাজনিত কারণে অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে কেহ ভাতা গ্রহণে অসমর্থ হলে স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য/কমিশনার/প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা/সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ছবিসহ ভাতাভোগী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন। ভাতাভোগী জীবিত আছেন মর্মে ভাতা গ্রহণের সময় বর্ণিত কর্মকর্তাদের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১৬.৬. কোন ভাতা গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক মৃত্যু সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। উপ-পরিচালক/সমাজসেবা কর্মকর্তা ভাতা গ্রহীতার মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়টি সংশিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

১৬.৭ এ ভাতা মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। তবে কেহ এককালীন ভাতা উত্তোলন করতে চাইলে তিনি নির্ধারিত সময়ের শেষে ভাতা উত্তোলন করবেন।

১৬.৮ উপজেলা, জেলা, শহরাঞ্চলসহ সকল ক্ষেত্রে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ পরিপত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং বর্ণিত সংখ্যক ব্যক্তিকে ভাতা প্রদানের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

১৭. নীতিমালা সংশোধনঃ

সরকার নীতিমালার সংশোধন,পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন এর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।